দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার ২ শ্রাবণ ১৪১৮ ■ ১৭ জুলাই ২০১১

শিক্ষাঙ্গনে যৌন নিপীড়ন : চাই মিলিত প্রতিরোধ

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

এডটিজিং-এর মতো ভয়াবহ ব্যাধি থেকে যখন এই সমাজ বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে তখন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কতিপয় শিক্ষক দ্বারা ছাত্রীদের যৌন হয়রানি বিষয়টি সচেতন সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। একজন শিক্ষক হিসেবে বিষয়টি আমার বিবেককে দগ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। কেন আমাদের শিক্ষকরা এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। শিক্ষকরা মাতা-পিতার মতো সন্তানসম একজন ছাত্রীকে কিভাবে যৌন নির্যাতন করতে পারে? সম্প্রতি এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঢাকাসহ সারাদেশে আলোড়ন তুলেছে। এর ফলে শিক্ষক সমাজ ও দেশবাসীর মাঝে আস্থার সঙ্কটও কমবেশী তৈরী হয়েছে। ঘটনার সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে এখনই এ বিষয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা না গেলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, যা হয়তো কোন এক সময় নারীর অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করবে।

সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের ওপর যৌন হয়রানির বিষয়টি দেশবাসীর নজরে এসেছে। রাজধানীর ভিকারুননেসা স্কুল বসুন্ধরা শাখার শিক্ষক পরিমল জয়ধর ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন। ওই শিক্ষক এ অপকর্মের দায় স্বীকার করেছেন। অপর ৩টি ঘটনা ঘটেছে পাবনার ঈশ্বরদী, আখাউড়া ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। পাবনার ঈশ্বরদীতে বাশেরবাদা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ শামসুল ইসলাম। ছাত্রীটি শারীরিক অসুস্থতার জন্য পিটিতে যোগ না দিয়ে তার শ্রেণীকক্ষের এক সহপাঠীর সঙ্গে অবস্থান করছিলো। এ সময় প্রধান শিক্ষক সহপাঠীকে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দিয়ে ছাত্রীটিকে যৌন নির্যাতন করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই শিক্ষককে ৪ মাসের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আখাউড়া পৌর শহরের দেবগ্রাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক শামসুল ইসলাম (৩৫) কর্তৃক ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির জন্য মামলা হয়েছে। জানা গেছে, ওই শিক্ষক এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটাতো। সর্বশেষদিনের ঘটনা ছাত্রীটি তার মাকে জানালে তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে রিপোর্ট করার প্রেক্ষিতে এ নিয়ে মামলা হয় আখাউড়া থানায়। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটিয়েছেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাট আশ শেফা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিবির নেতা হেলাল উদ্দিন (২৭)। স্কুলের এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে সাতকানিয়া ছদাহা আদর্শ মাদরাসায় শিক্ষকতাকালে হেলাল উদ্দিন একই অভিযোগে বরখাস্ত হন বলে জানা গেছে।

এই ক'টি ঘটনা সংবাদপত্রে এসেছে বলে এ নিয়ে বির্তকের ঝড় উঠেছে। কিন্তু এরকম অনেক ঘটনা অপ্রকাশিত থেকে যায় বলে গুঞ্জন শোনা যায়। যদি এ গুঞ্জন সত্য হয় তাহলে তা আমাদের সমাজ, শিক্ষক তথা পুরো জাতির জন্য লজ্জাজনক। এ লজ্জা থেকে আমরা কিভাবে রেহাই পাবো সেটা এখই আমাদের ঠিক করতে হবে। এজন্য দেশের শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক সমাজ, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন। এর সাথে প্রয়োজন রাজনৈতিক মহল, পুলিশ ও আইনজীবীদের নির্যাতন বিরোধী কঠোর অবস্থান। এক্ষেত্রে দেশের সম্মানিত বিচারকগণও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ছাত্রীদের উচিত এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের অবহিত করা। অভিভাবকদের উচিত হলো বিষয়টি স্কুলের উর্ধ্বতন মহল বা কমিটিকে জানানো। ভিকারুননেসা বসুন্ধরা শাখা কর্তৃপক্ষের মতো বিষয়টি চেপে না গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত হবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে এ ধরনের ঘটনা চেপে যাওয়া মানে এর বিস্তারে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত সভা বিশেষ ফল দিতে পারে।

এবারে আসা যাক শিক্ষক সমাজ, স্কুলের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির করণীয় বিষয়ে। সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত পরিমল, শামসুল ইসলাম ও হেলাল উদ্দিনসহ যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠবে তাদের সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। চাকরির জন্য শিক্ষকরা আবেদন করলে এ সংবাদগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে অভিযুক্ত কেউ আবেদন করেছে কিনা? দেশের প্রতিটি স্কুল যদি এ ধরনের সংবাদ সংরক্ষণ করে তাহলে ঘৃণিত এই শিক্ষকরা দেশের যে কোন প্রান্তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টা করুক না কেন, তারা ধরা পড়বে। এছাড়া আবেদনকারী শিক্ষক যে এলাকার বাসিন্দা সে এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা বা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে তার সম্পর্কে খবর নেয়া যেতে পারে। সাতকানিয়ার হেলাল উদ্দিন এ ধরনের অপকর্মের দায়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরেও একই উপজেলার আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ায় একই ধরনের অপকর্মে তাকে সাহসী করে তুলেছে। পরিমল জয়ধরের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আর সাধারণ মানুষ এ ধরনের শিক্ষকদের ঘৃণা জানাবেন তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-বন্ধুদের উচিত হবে এ ধরনের নামধারী শিক্ষকদের একঘরে করে দেয়া।

এ ধরনের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে তদন্তে কোন ধরনের দুর্বলতা বা শৈথিল্য দেখানো উচিত হবে না পুলিশের। আইনজীবীদের উচিত হবে কোন মারপ্যাঁচেই এদের সাজা মাফ না হয় তা নিশ্চিত করা। মাননীয় বিচারকগণ যদি এ ধরনের অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ না পান তবে অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। মহিলা আইনজীবী সমিতি নির্যাতিত ছাত্রী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আইনি সহায়তা দিতে পারেন। সর্বোপরি রাজনৈতিক কৃপালাভে যেন অপকর্মকারীরা ব্যর্থ হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের অপরাধীদের ক্ষেত্রে সব ধরনের রাজনৈতিক বা বন্ধুত্বের কানেকশন ছিন্ন করতে হবে।

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী যৌন হয়রানির যে উদাহরণ দেখা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। জাতির বিবেক হিসাবে পরিচিত শিক্ষকদের কাছ থেকে এহেন আচরণ সমগ্র জাতির বিবেককে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এ শিক্ষক নামধারীদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি শিক্ষা নেবে? তাই এ ব্যাপারটিকে রেড এলার্ট হিসাবে বিবেচনা করে এখনই সরকার, সুশীল সমাজ, ছাত্র-অভিভাবক তথা দেশবাসীকে যার যার অবস্থান থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। মুষ্টিমেয় কিছু অপকর্মকারীর কারণে পুরো সুশীল সমাজের মাথা যেন নত না হয় সে ব্যাপারে জোর তৎপরতা চালাতে হবে। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে এসব অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রী-অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে, যাতে করে তাদের কোমলতার সুযোগ এসব নরপশু নিতে না পারে।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা এখনো বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। সাম্প্রতিক সৃষ্ট সঙ্কট এ প্রতিবন্ধকতাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে নারী শিক্ষা বিস্তারে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। নারী শিক্ষা হুমকির মুখে পড়লে তার নেতিবাচক ফলাফল শুধু নারী সমাজ বহন করবে না, পুরো সমাজকে এর ভার বহন করতে হবে। তাই সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

[লেখক: ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]